ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

- জন্ম: ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ, শিয়ালডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
- মৃত্যু : ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে।
- তিনি আধুনিক যুগের প্রথম কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

তিনি গুপ্ত কবি নামে পরিচিত। তিনি আধুনিক যুগের প্রথম কবি। তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

যুগসন্ধিকাল (১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ)।

রঙ্গ রসাত্মক কবিতা রচনা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮০১ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা শুরু হয়নি।

এই একশ (১৭৬০-১৮৬০) বছর কাব্যে আধুনিকতায় পৌঁছার প্রচেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মধ্যযুগের দেব-দেবীর কাহিনী বর্জন করে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন।

তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার তাঁর কবিতায় কবিয়াল ও শায়েরদের রচনার ঢং, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও লক্ষণীয়।

তাঁর মধ্যে **মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়** বলে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

খাঁটি বাঙালি কবি

- তাঁকে রঙ্গ ব্যঙ্গের কবি, কবিয়ালদের শেষ প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যের ‘জেনাস’ বলা হয় ।
- বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে **‘খাঁটি বাঙালি কবি’** বলেছেন ।
- এতবড় প্রতিভা শুধু ইয়ার্কিতেই ফুরোলো।
- ‘পাঁঠা’, ‘আনারস’, ‘তোপসে মাছ’ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে কবিতা লেখেন।

কবিয়ালের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, নিধুগুপ্ত, হরু ঠাকুর ও কয়েকজন কবিয়ালের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার করে প্রকাশ করা।

তিনি গ্রাম গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং কবিগান বাঁধতেন। প্রায় বারো বৎসর গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাচীন কবিদের তথ্য সংগ্রহ ক'রে জীবনী রচনা করেছেন।

সম্পাদিত পত্রিকা

- সংবাদ প্রভাকর
- সংবাদ রত্নাবলী
- সাপ্তাহিক পাষণ্ড
- সংবাদ সাধুরঞ্জন

সংবাদ প্রভাকর

১৮৩১ সালে প্রথমে সাপ্তাহিক

পরে সপ্তাহে ২বার

১৮৩৯ সালে দৈনিক সংবাদপত্রে

পরিণত হয়

পঙক্তি

- কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া (স্বদেশ)।
- রসভরা রসময় রসের ছাগল
  তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল (পাঁটা)
- চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা। (মানুষকে)
- ‘তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু, শিখিনি শিং বাকানো’

রাজা রামমোহন রায়

Raja Ram Mohan Roy

জন্ম: ১৭৭২ হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে।

মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

তিনি সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, চিন্তাবিদ, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত।

১৮৩০ সালে মোগল বাদশা (দিল্লীর সম্রাট) দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন ।

ছদ্মনাম- শিবপ্রসাদ রায়

রাজা রামমোহন রায়

Raja Ram Mohan Roy

একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন তার নাম 'ব্রাহ্মধর্ম'।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্যদের সহায়তায় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন : ২০ আগস্ট ১৮১৮ সালে ।

রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও প্রচেষ্টায় তৎকালীন লর্ড বেন্টিংক ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

রাজা রামমোহন রায়

তিনি ইংল্যান্ড গমনকারী প্রথম বাঙালি ব্যক্তি।

বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রথম ব্যবহার করেন রামমোহন রায় ।

তিনি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাঙালি রচিত প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ।

তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধ রচয়িতা ।

প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ: 'বেদান্তগ্রন্থ'(১৮১৫)

রাজা রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থ

- বেদান্তগ্রন্থ
- বেদান্তসার
- গৌড়ীয় ব্যাকরণ

সম্পাদিত পত্রিকা	ব্রাহ্মণ সেবধি
	সম্বাদ কৌমুদী

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পৈতৃক নিবাস **নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রাম**।

ডাকনাম: **বাচ্চু**

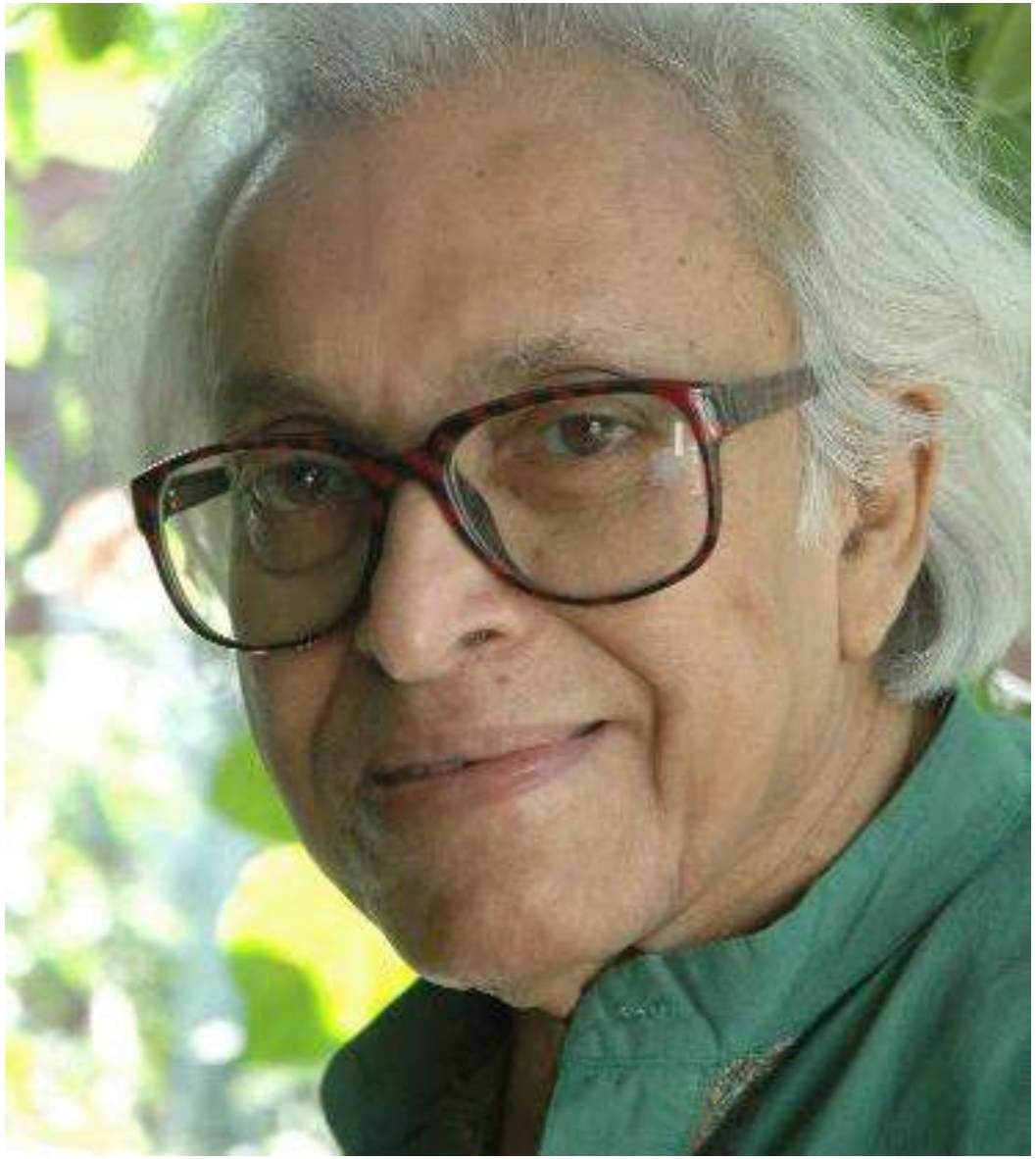

তিনি রোমান্টিকতার সাথে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারায় জন্ম দিয়েছেন।

নগর জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

তিনি নাগরিক কবি হিসেবে খ্যাত

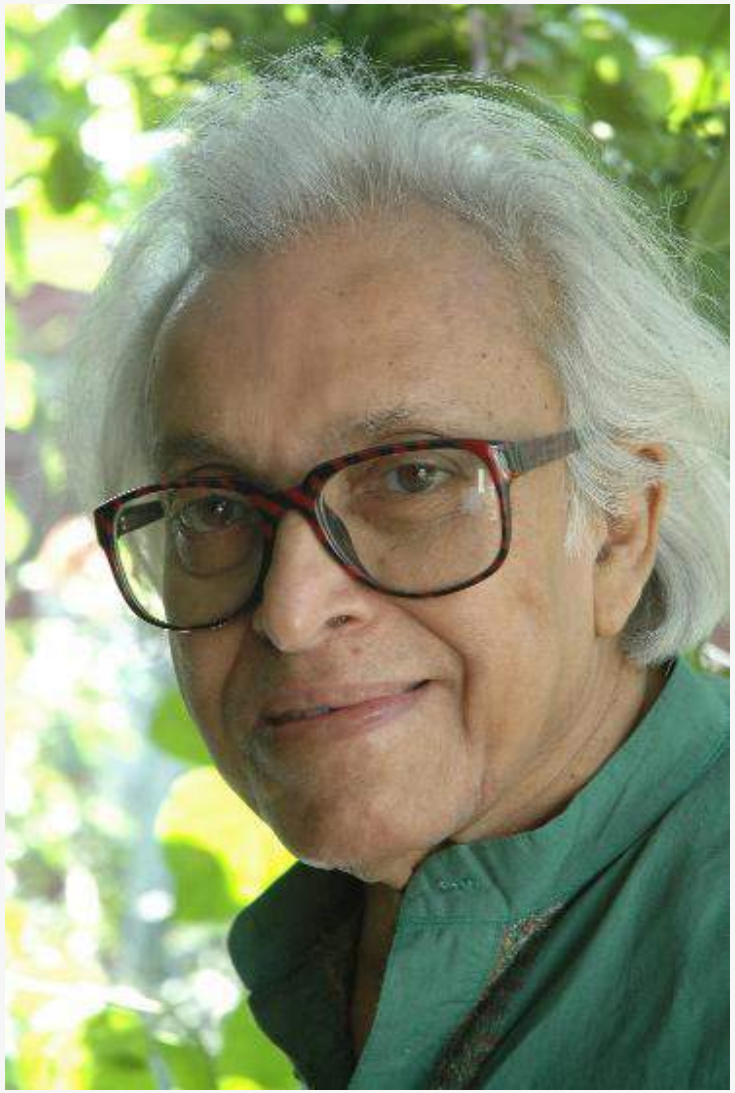

শামসুর রাহমানের ছদ্মনাম

মৈনাক

সিন্দাবাদ

চক্ষুষ্মান

লিপিকার

নেপথ্যে

জনান্তিকে

এসব ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতেন।

মজলুম আদিব

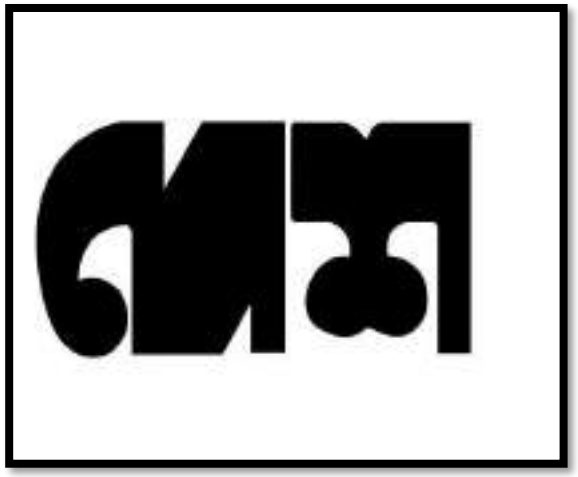

- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার দেশ পত্রিকায় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) ছদ্মনামে লিখতেন।

কাব্যগ্রন্থ

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

বন্দী শিবির থেকে

বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

রৌদ্র করোটিতে

বিধ্বস্ত নিলীমা

নিরালোকে দিব্যরথ

নিজ বাসভূমে

দুঃসময়ে মুখোমুখি

প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে

ইকারুসের আকাশ

ফিরিয়ে নাও ঘাতককাঁটা

বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে উঠলো **বন্দী শিবির থেকে**। তখন সে বললো, **ফিরিয়ে নাও ঘাতককাঁটা**, আমি **দুঃসময়ের মুখোমুখি।**

রৌদ্র করোটিতে তখন **বিধ্বস্ত নীলিমা, প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে**।

আমি অনাহারী এক ফোঁটা কেমন অনল যেন বলে **বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়**।

বন্দী শিবির থেকে

- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে **‘মজলুম আদিব’** ছদ্মনামে **‘বন্দী শিবির থেকে’** কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। তার খ্যাতি ও পরিচিতি একাব্যের মাধ্যমে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।
- এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা **মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ** সময়ে রচিত।
- এর প্রতিটি কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।
- **এ কাব্যটি ১৯৭১ সালের শহিদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়।**
- এ গ্রন্থের ৩৮টি কবিতার মধ্যে
  উল্লেখযোগ্য হলো: ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’, ‘স্বাধীনতা তুমি’ ইত্যাদি।

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে'

- ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপথগামী কিছু সৈনিকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলে শামসুর রাহমান অত্যন্ত ব্যথিত হন।

- বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যাশায় দেশিয় রূপকথা ও পুরাণকাহিনীর মিথের সংমিশ্রণে এবং চিত্রকল্পের ঔজ্জ্বল্যে তিনি রচনা করেন এ কাব্যের কবিতাগুলো।

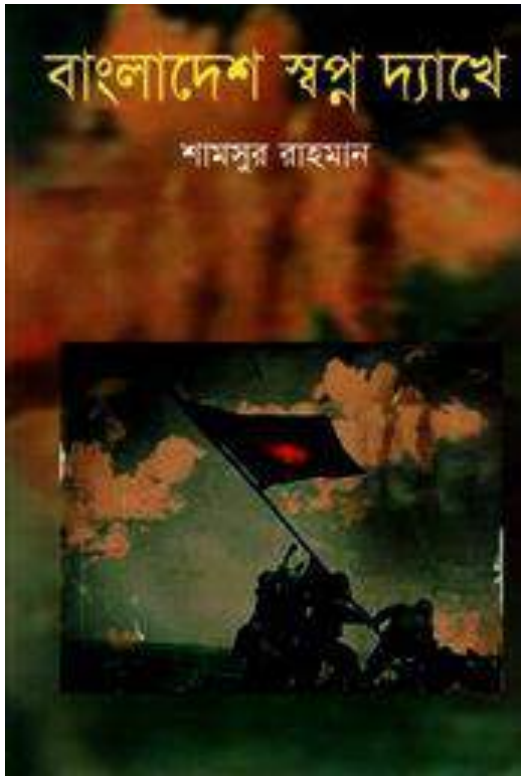

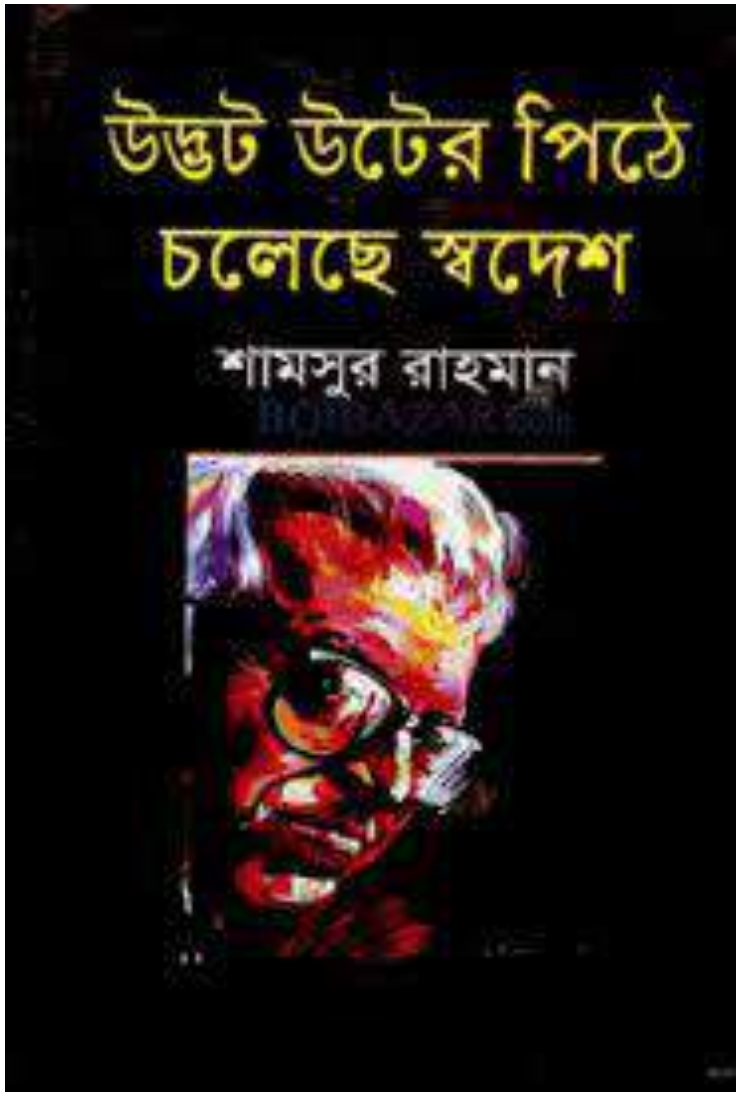

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

১৯৭৫-৮২ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত একাধিক **সামরিক অভ্যুত্থান** এবং সামরিক শাসনে দেশ ও জনগণের চরম অবস্থার প্রতিফলন আছে এ কাব্যে।

প্রথম কাব্য/কবিতা

- ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ বছর বয়স থেকে শামসুর রাহমানের কাব্যচর্চা শুরু। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা **‘ঊনিশশ ঊনপঞ্চাশ’**। নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত ‘সাপ্তাহিক সোনার বাংলা’য় এটি প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ **‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’**। এটি প্রকাশিত হয় **১৯৬০** খ্রিষ্টাব্দে।

বিখ্যাত কবিতা

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

আসাদের শার্ট

স্বাধীনতা তুমি

তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

- **‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’:** ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য অভিন্ন রোমান হরফ চালু করার প্রস্তাব করেন। এ ঘটনার ফলে শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

- **‘আসাদের শার্ট’:** ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে একটি মিছিলের সামনে লাঠিতে শহিদ আসাদের শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে আলোড়িত শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

- **হাতির শুঁড়:** স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে ১৯৫৮ সালে তিনি লেখেন ‘হাতির শুঁড়’ নামক কবিতা।

টেলেমেকাস

- বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখেন অসাধারণ কবিতা 'টেলেমেকাস'।

উপন্যাস

- অক্টোপাস
- অদ্ভুত আঁধার এক
- নিয়ত মন্তাজ
- এলো সে অবেলায়

অদ্ভুত আঁধার এক

- শামসুর রাহমানের আত্ম-জৈবনিক উপন্যাস। জীবনানন্দ দাশের অদ্ভুত আঁধার এক কবিতার শিরোনাম উপন্যাসের নামকরণ করেছেন শামসুর রাহমান।

- **এ উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।** এ উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে **সাংবাদিক নাদিম ইউসুফকে** ঘিরে। পঁচিশে মার্চ রাতে পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণে যখন ঢাকা আক্রান্ত নাদিম তখন তার স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে নিজ গ্রামে আসেন। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে কাজ করা নাদিম গ্রামে আসার পর পড়ে যায় দোটানায়। নাদিম কি ঢাকায় ফিরে গিয়ে আবার সেই পাকিস্তানি সংবাদপত্রে যোগদান করবে ? নাকি বোনের কথা মত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেইনিং এ ভারতে গমন করবে? একদিকে পরিবারের ভাত কাপড়ের যোগানের দায় অন্যদিকে দেশকে শত্রুমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা।

আত্মস্মৃতি

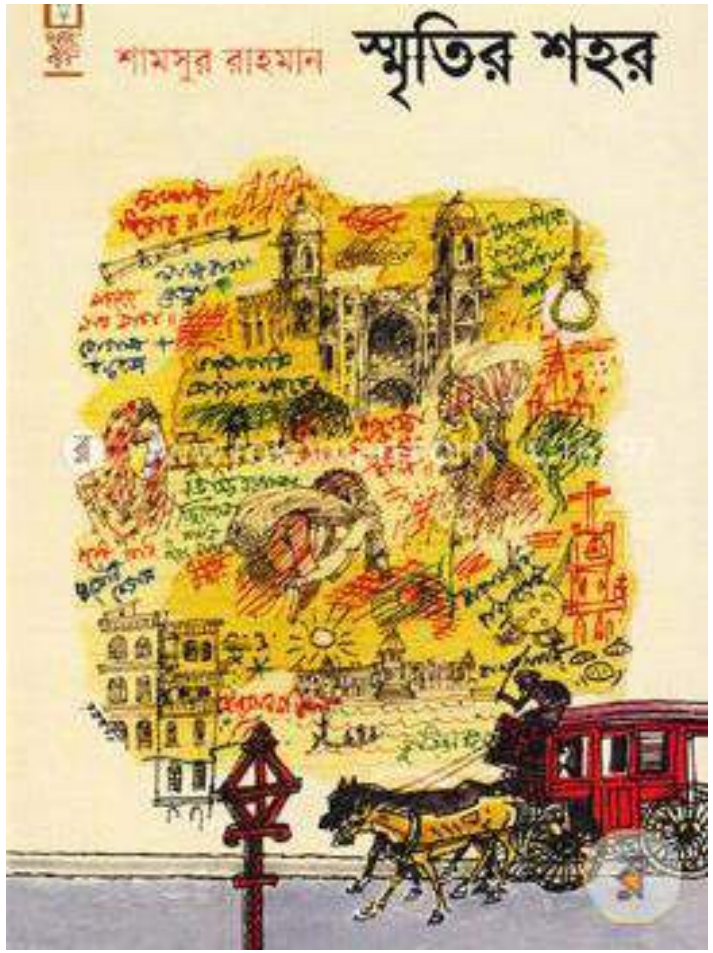

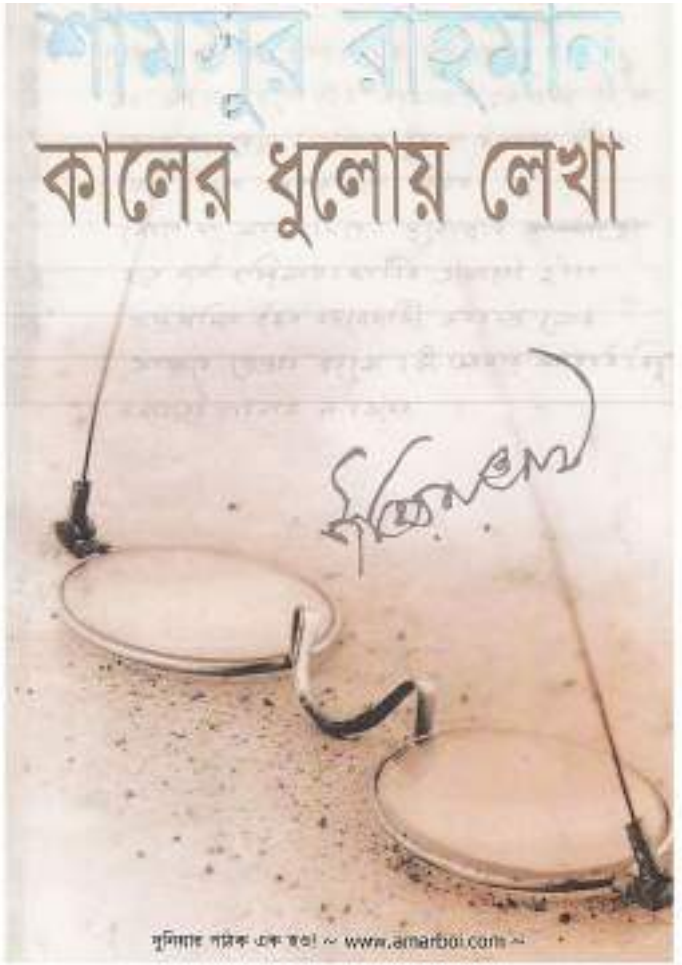

- স্মৃতির শহর
- কালের ধুলোয় লেখা

আত্মস্মৃতি

- **স্মৃতির শহর**

- কবি শামসুর রাহমান জন্মেছিলেন **ঢাকা শহরে** (জন্ম: ২৩ অক্টোবর ১৯২৯, মৃত্যু: ১৭ আগস্ট ২০০৬)। ঢাকা তখন ছিল ফাঁকা ফাঁকা। মানুষের এমন দমবন্ধ অবস্থার কথা তখন কল্পনাও করা যেত না। এত দালানকোঠা আর পিঁপড়ের সারির মতো গাড়ি ছিল না। ছিল পাড়ায় পাড়ায় আস্তাবল, ঘোড়ার গাড়ি, গাড়োয়ান, বাতিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, ফেরিওয়ালা। গলির ভেতরে ছোটবড় বাড়িতে ছিল মানুষের বাস। স্কুল ছিল, মসজিদ-মন্দির ছিল আর ছিল পালা-পার্বণে নানা আনন্দ-উৎসব। **এসবের ভেতর দিয়ে শৈশব-কৈশোরে বেড়ে উঠেছেন কবি। সেই সব দিনের আনন্দ-বেদনার স্মৃতিকথা লিখেছেন সরল-সুন্দর গদ্যে।**

- **কালের ধূলোয় লেখা**

- ‘কালের ধুলোয় লেখা’ তাঁর আত্মজীবনীতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি শুধু নয়, বৈশ্বিক পটভূমিতে কাছ থেকে দেখা বাঙালির গণ-সংস্কৃতির ইতিহাস যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি প্রতিভাত হয়েছে তার কাব্যসত্তার ভেতর-বাহির। **জীবনে ঘটেছে এমন কোনো ঘটনাকে লুকোতে চান নি। মুখোমুখি হয়েছেন বার বার।**

হাসান আজিজুল হক

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ – ১৫ নভেম্বর ২০২১

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় অত্যন্ত শক্তিমান লেখক। **তাকে ছোটগল্পের বরপুত্র বলা হয়।**

হাসান আজিজুল হক (গল্পগ্রন্থ)

সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য (১৯৬৪)

আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭)

জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩)

নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫)

পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১)

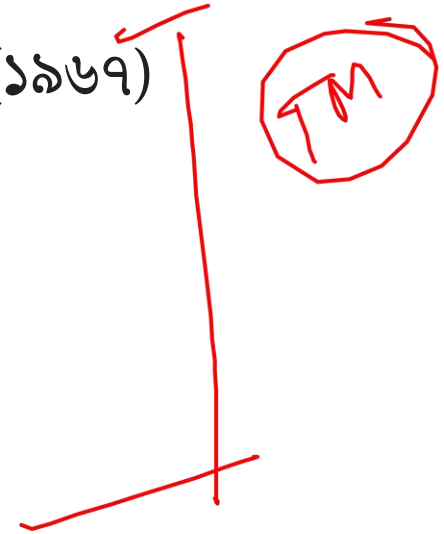

নির্বাচিত গল্প (১৯৮৭)

আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮)

রাঢ়বঙ্গের গল্প (১৯৯১)

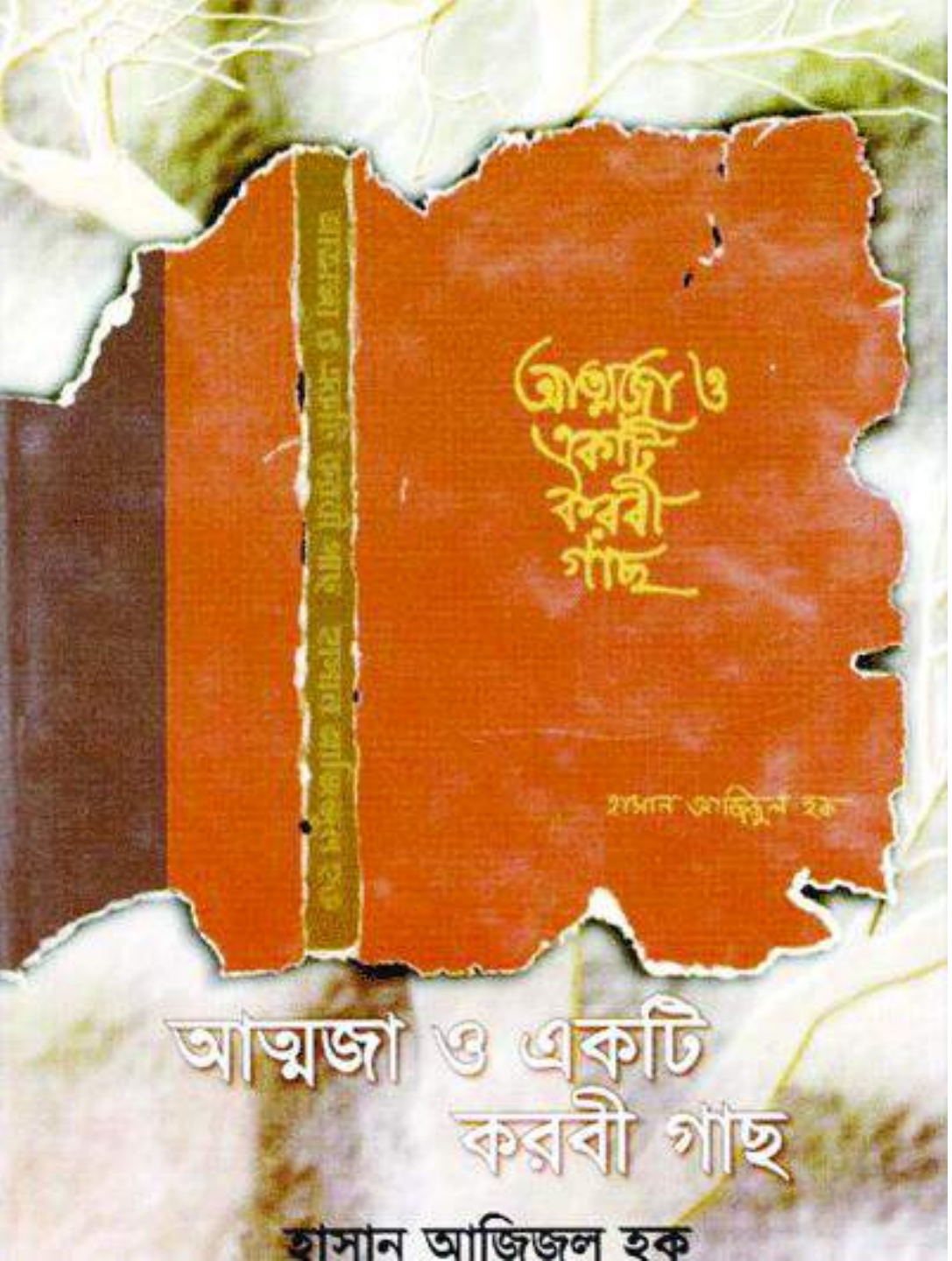

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

- দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের নৈতিক স্খলন, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংশ্লিষ্ট কারণে সৃষ্ট চরম হতাশা ও দারিদ্র্য, উত্তেজক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয় **'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'** গল্পগ্রন্থ।

নামহীন গোত্রহীন

এ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।

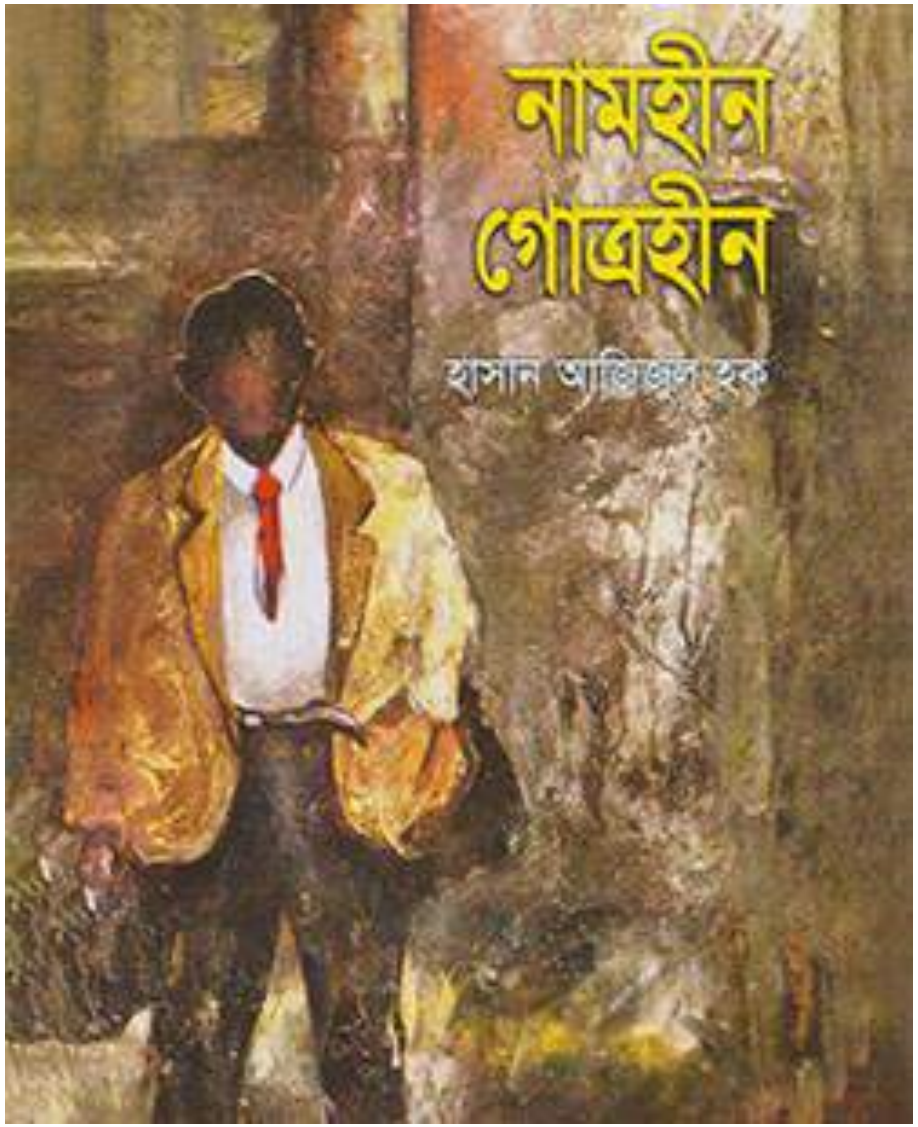

উপন্যাস

- আগুনপাখি (২০০৬)
- সাবিত্রী উপাখ্যান
- শামুক (প্রথম উপন্যাস)

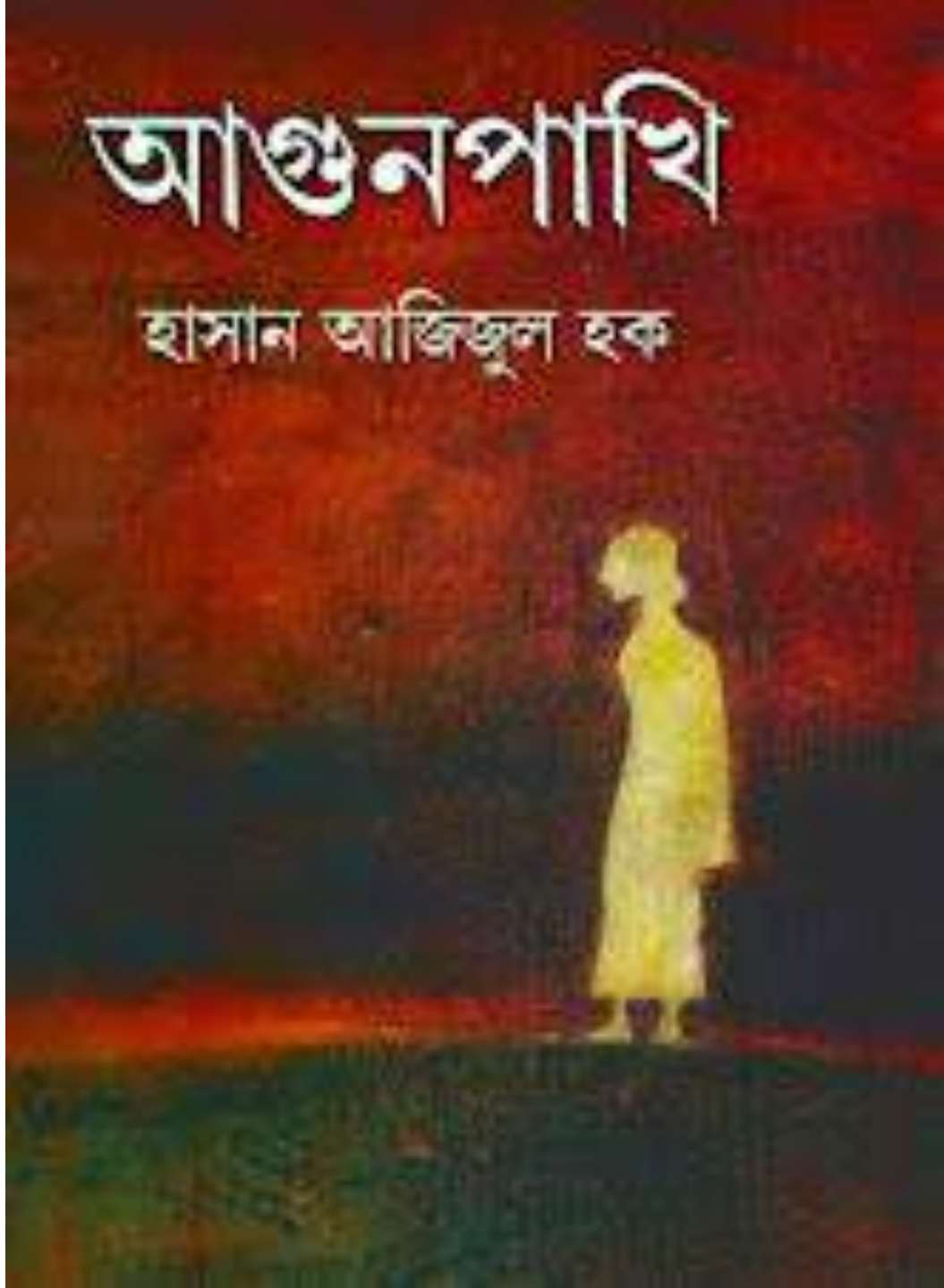

আগুনপাখি

- রাঢ়বঙ্গের এক নারীর জবানিতে লেখক তুলে ধরেছেন সাতচল্লিশ-পূর্ব অখণ্ড ভারতের উত্থান-পতন, রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশ গঠন ও সামাজিক অবক্ষয়ের কথা।

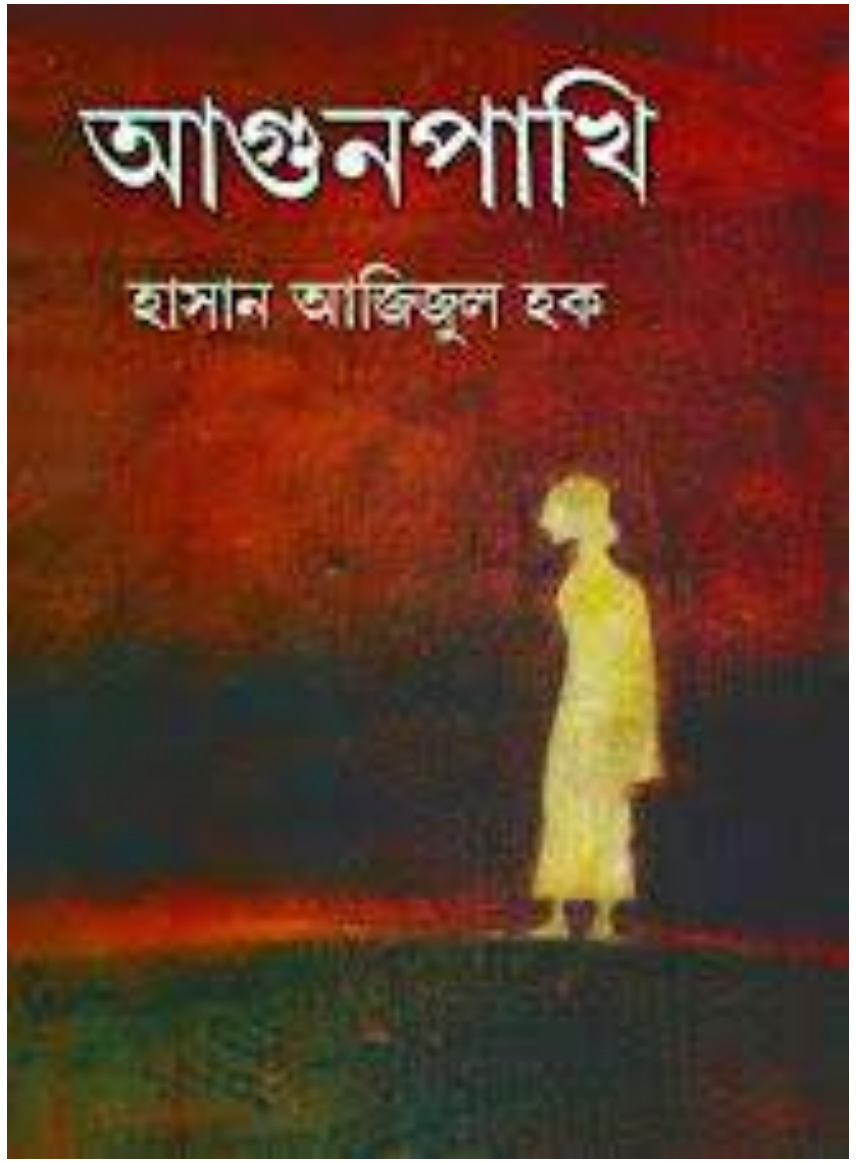

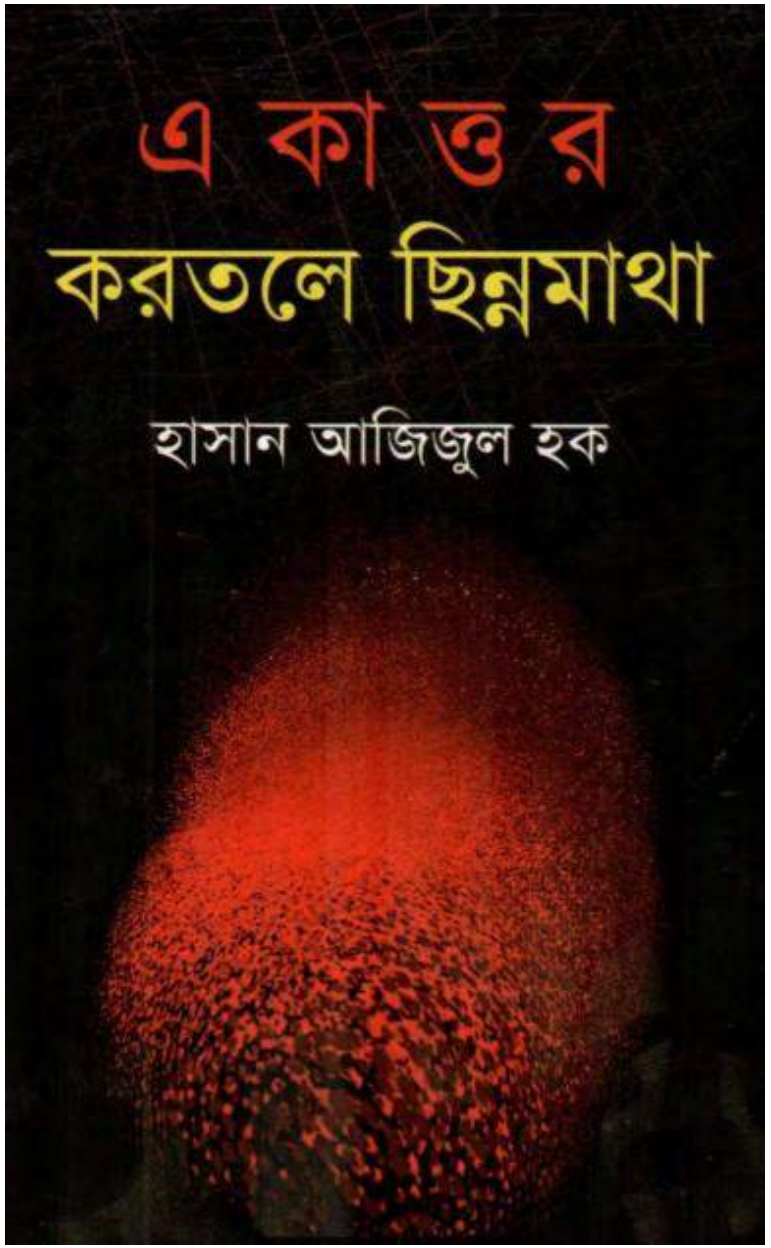

- **প্রবন্ধ:** একাত্তর : করতলে ছিন্নমাথা (২০০৫)
- নাটক: চন্দর কোথায়

আহসান হাবীব

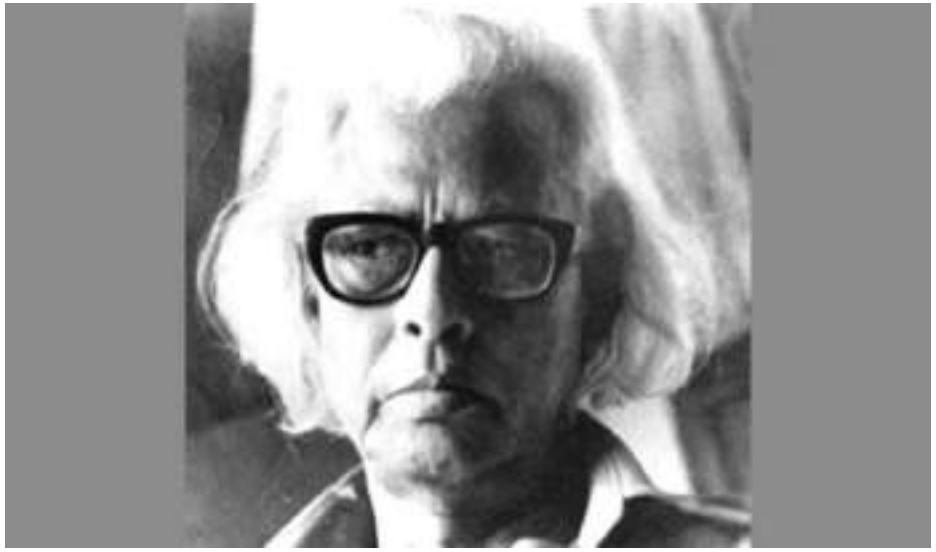

কবি ও সাংবাদিক।

১৯১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে তাঁর জন্ম।

মধ্যবিত্তের সংকট ও জীবনযন্ত্রণা আহসান হাবীবের কবিতার মুখ্য বিষয়।

কাব্যগ্রন্থ

- রাত্রিশেষ (১ম)
- ছায়াহরিণ
- সারা দুপুর (এটি আহসান হাবীবের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ)
- আশায় বসতি
- মেঘ বলে চৈত্রে যাবো
- দু'হাতে দুই আদিম পাথর
- বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

উপন্যাস

- রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫)
- আরণ্য নীলিমা (১৯৬২)
- জাফরানী রং পায়রা

আহমদ ছফা

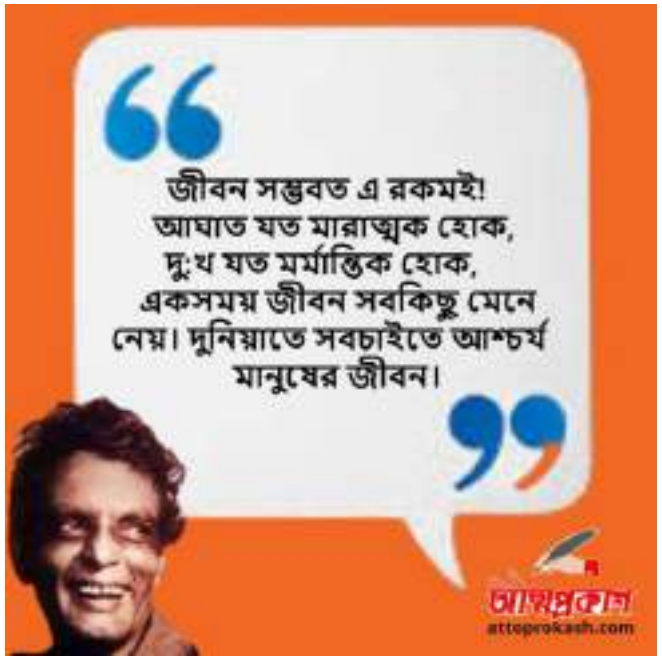

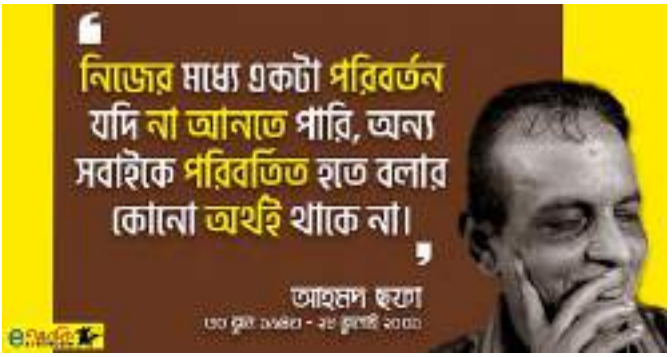

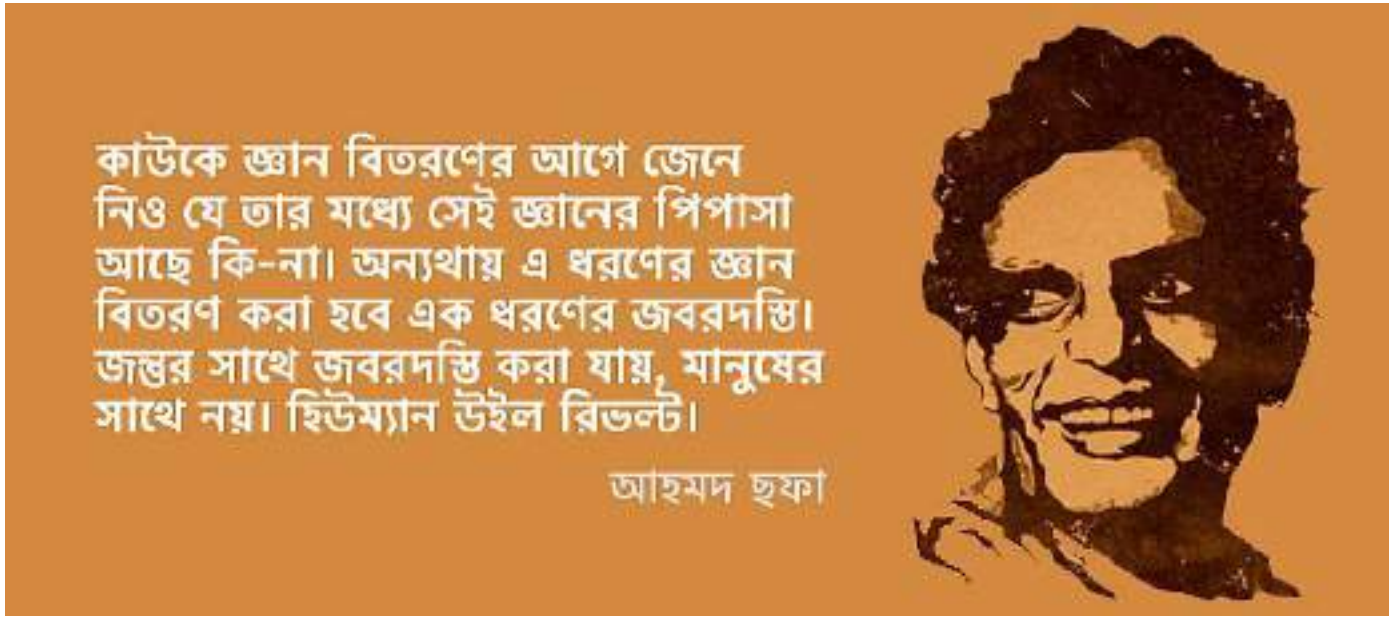

জীবন সম্ভবত এ রকমই!
আঘাত যত মারাত্মক হোক,
দু:খ যত মর্মান্তিক হোক,
একসময় জীবন সবকিছু মেনে
নেয়। দুনিয়াতে সবচাইতে আশ্চর্য
মানুষের জীবন।
আত্মপ্রকাশ
attoprokash.com

নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন
যদি না আনতে পারি, অন্য
সবাইকে পরিবর্তিত হতে বলার
কোনো অর্থই থাকে না।
আহমদ ছফা

কাউকে জ্ঞান বিতরণের আগে জেনে
নিও যে তার মধ্যে সেই জ্ঞানের পিপাসা
আছে কি-না। অন্যথায় এ ধরণের জ্ঞান
বিতরণ করা হবে এক ধরণের জবরদস্তি।
জন্তুর সাথে জবরদস্তি করা যায়, মানুষের
সাথে নয়। হিউম্যান উইল রিভল্ট।
আহমদ ছফা

সমস্ত সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠার
পেছনে সব সময় এক ধরনের
নিষ্ঠুরতা আত্মগোপন করে
থাকে!
~আহমদ ছফা
আত্মপ্রকাশ
attoprokash.com

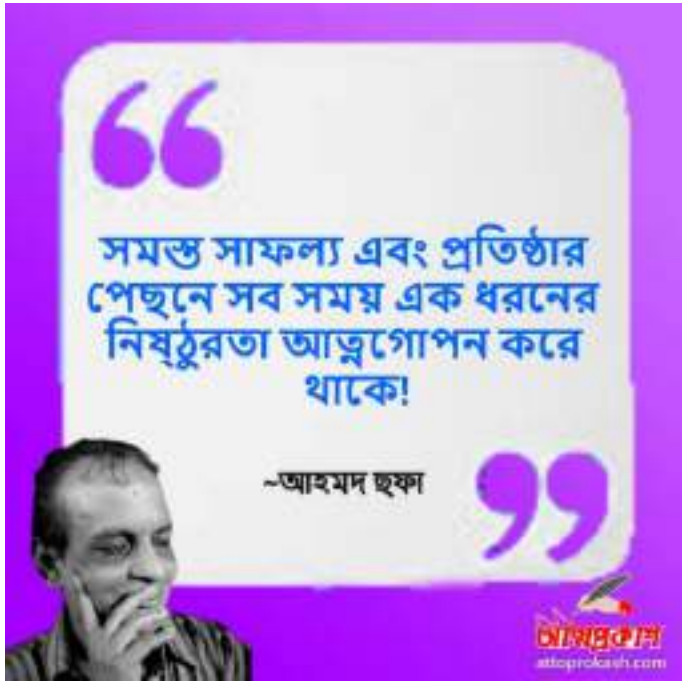

আহমদ ছফা

আহমদ ছফা ৩০ জুন, ১৯৪৩ সালে **চট্টগ্রামের চন্দনাইশ** উপজেলার হাশিমপুর ইউনিয়নের গাছবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আহমদ ছফা

ছিলেন একজন বাংলাদেশি লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি, চিন্তাবিদ ও গণবুদ্ধিজীবী।

জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ও সলিমুল্লা খান সহ আরো অনেকের মতে, মীর মশাররফ হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলামের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ **বাঙালি মুসলমান লেখক হলেন আহমদ ছফা।**

তার লেখায় বাংলাদেশি জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণ প্রাধান্য পেয়েছে।

আহমদ ছফা

জীবদ্দশায় অনেকে তাকে বিদ্রোহী, বোহেমিয়ান, উদ্ধত, প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও বিতর্কপ্রবণ বলে অভিহিত করেছেন।

লেখক সংগ্রাম শিবির

- তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাকে স্বাধীন করার প্রত্যয়ে **'লেখক সংগ্রাম শিবির'** গঠন করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা **'প্রতিরোধ'** প্রকাশ করেন।

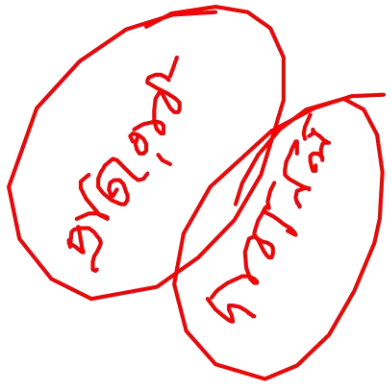

প্রতিরোধ

- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা 'প্রতিরোধ'।
- যার প্রকাশক, সম্পাদক, প্রচারক ছিলেন **আহমদ ছফা**।
- ১৯৭১ সালে 'লেখক সংগ্রাম শিবির' গঠন ও এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ নেন। ৭ই মার্চ 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা' হিসেবে প্রতিরোধ প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এপ্রিল মাসে কলকাতা চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সেখান থেকে **দাবানল** নামের পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশে ফিরে লেখালেখি করতে থাকেন।

P2A

ছফার উপন্যাস

- 'সূর্য তুমি সাথী' (১৯৬৭): এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস।

- 'ওঙ্কার' (১৯৭৫): এটি ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে লেখা।

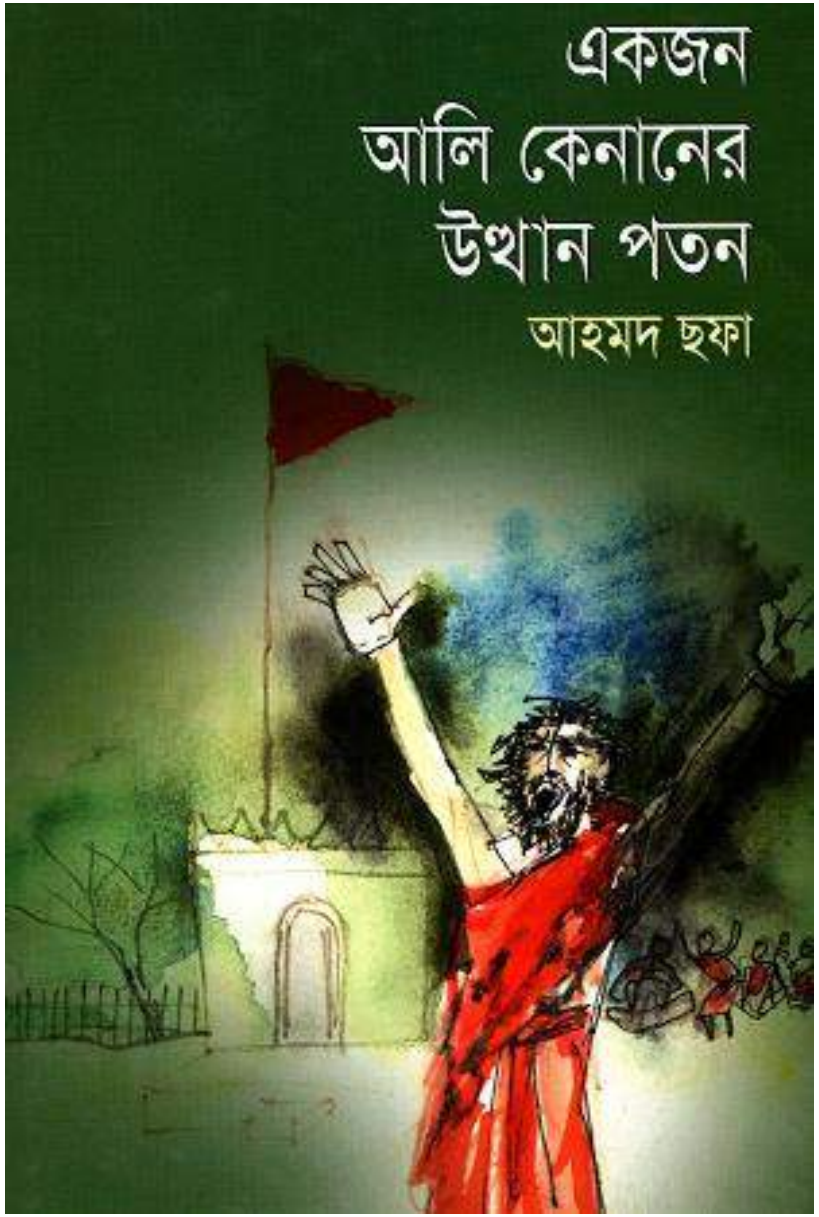

ছফার উপন্যাস

'একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন' (১৯৮৮): আইয়ুব খান থেকে শুরু করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত।

ছফার উপন্যাস

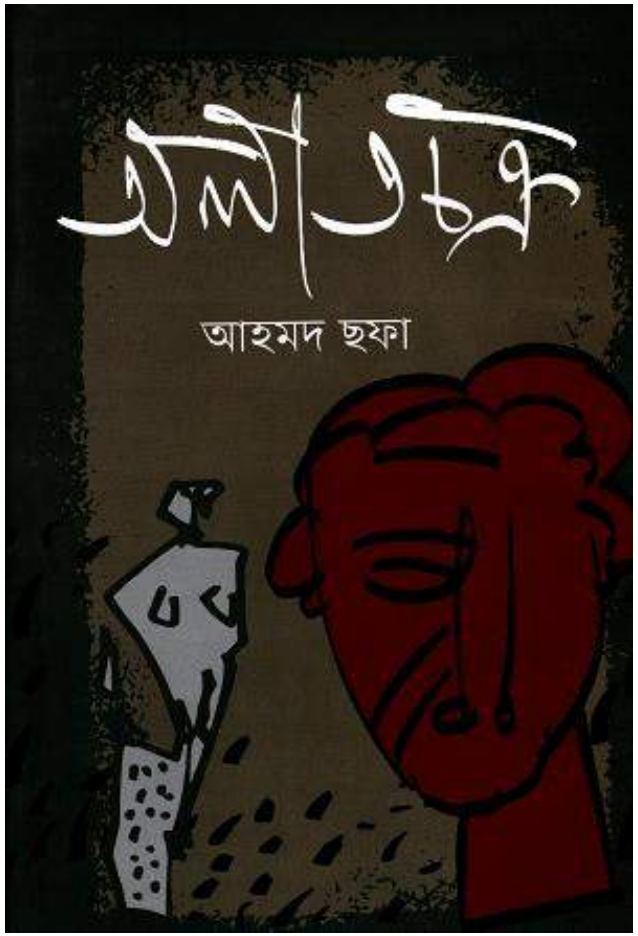

- 'অলাতচক্র' (১৯৯৩): মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতপ্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে লেখা

- উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে অভিবাসী বাঙালিদের নিয়ে রচিত। প্রেমের কাহিনী হলেও এতে ধ্বনিত হয়েছে উদ্বাস্তু বাঙালিদের দৈন্যদশা। প্রেমের কাহিনী হলেও এতে প্রকাশ পেয়েছে উদ্বাস্তু বাঙালিদের দৈন্যদশা । [অলাতচক্র অর্থ বহ্নিবলয়, অগ্নিগোলক]

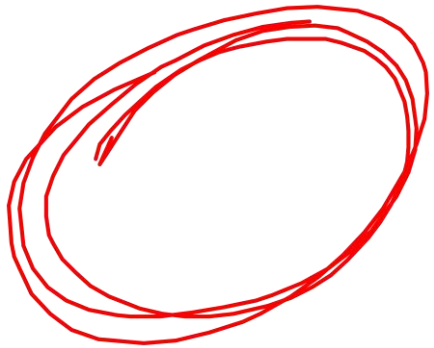

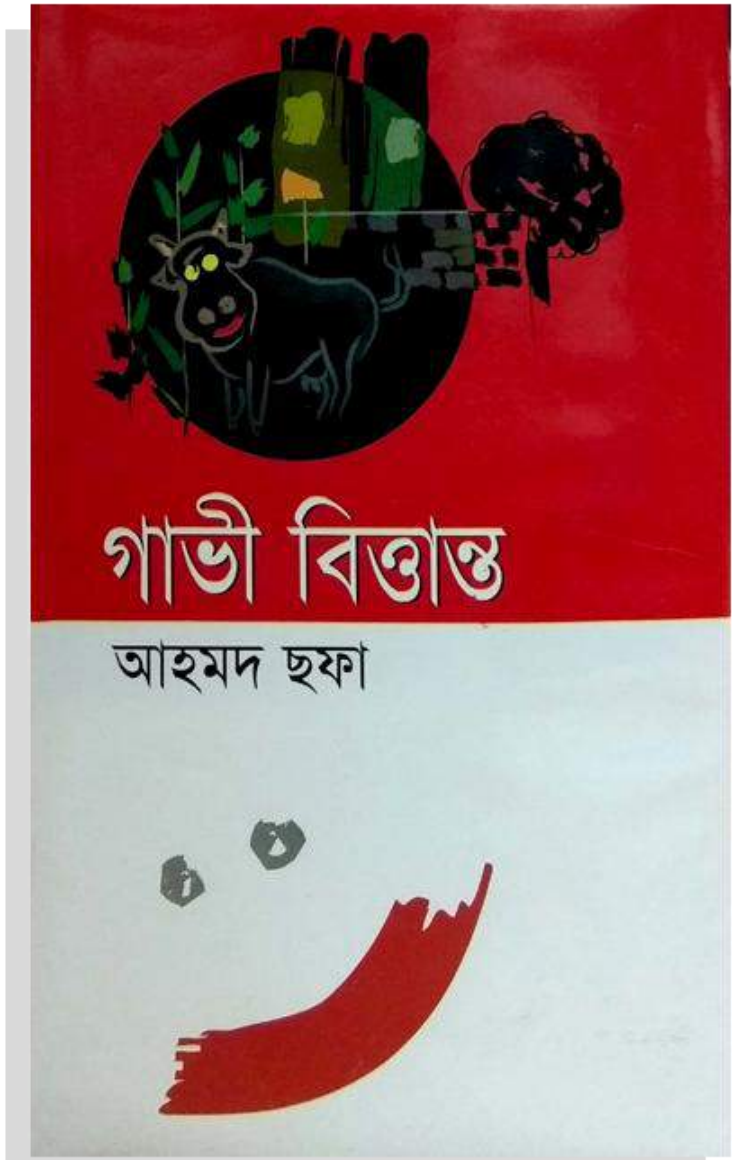

ছফার উপন্যাস

‘গাভী বিত্তান্ত’ (১৯৯৫): এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের প্রেক্ষাপটে রচিত ব্যাঙ্গাত্মক রচনা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত ভিসি মিঞা মোহাম্মদ আবু জোনায়েদ (প্রতীকী চরিত্র)।

মরণ বিলাস (১৯৮৯)

- একজন মুমূর্ষু রাজনীতিকের স্বীকারোক্তি যাতে ব্যক্ত হয় তার উপরে উঠার কাহিনী। রাত ১২ টা ১৩ মিনিট থেকে ভোর রাত পর্যন্ত সাগরেদ মাওলা বক্সের কাছে মন্ত্রীর করুণ আর্তি প্রকাশিত হয়।
- মরণ বিলাস" উপন্যাসটি পুরটাই মূলত মন্ত্রী ফজলে ইলাহি ও মওলা বক্সের মধ্যে কথোপকথন। আর, সেই কথোপকথনে মূল বক্তা শয্যাশায়ী মন্ত্রী আর একজন ধৈর্যশীল শ্রোতা এবং নিজের চেহারা নিজের ভেতরে গুম করে ফেলতে সক্ষম মওলা বক্স। কথোপকথনের চরিত্র মন্ত্রী ও মওলা বক্স উভয়েই স্বার্থান্বেষী।
- শুধু পার্থক্যটা এইখানে যে মন্ত্রী তার সারাজীবন স্বার্থান্বেষী হয়ে পার করে শেষ সময়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় আরেকজন ঊর্ধ্বগামী স্বার্থান্বেষী মওলা বক্সের সাথে তাঁর জীবনের সকল অপকর্মের কথা ব্যক্ত করছে।
- সেখানে মওলা বক্স নিজে আরেকজন স্বার্থান্বেষী হলেও সে যখন মন্ত্রী ফজলে ইলাহির ভয়ানক পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের কথা শুনছে; তখন বার বার নিজের মনজগতের গভীরে একবার, আড়ালে একবার, উঠোনে একবার তো কখনও বাইরেই প্রকাশ পাচ্ছে মন্ত্রির পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা।

P2A

ছফার উপন্যাস

‘অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী' (১৯৯৬): উপন্যাসটি ‘প্রাণপূর্ণিমার চান' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় **‘অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী’**।

‘পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ' (১৯৯৬)

গল্পের কন্যা শামারোখ তথা অধ্যাপক ড. সুরাইয়া খানম

ছফার প্রবন্ধ

জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১)। [স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থ]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা (১৯৭৭)

বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৮১)

রাজনীতির লেখা (১৯৯৩)

যদ্যপি আমার গুরু (১৯৯৭)। জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক প্রসঙ্গে রচিত।

শতবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭)

বাঙালি মুসলমানের মন

- আহমদ ছফা তার বিখ্যাত ‘বাঙালি মুসলমানের মন’ (১৯৭৬) প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের হাজার বছরের বিবর্তন বিশ্লেষণপূর্বক তাদের পশ্চাদগামিতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন।

- আনিসুজ্জামান ও সলিমুল্লাহ খানসহ আরো অনেকে ছফার বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৮১) প্রবন্ধ সংকলনটিকে বাংলা ভাষায় রচিত গত শতাব্দীর 'সেরা দশ চিন্তার বইয়ের' একটি বলে মনে করেন।

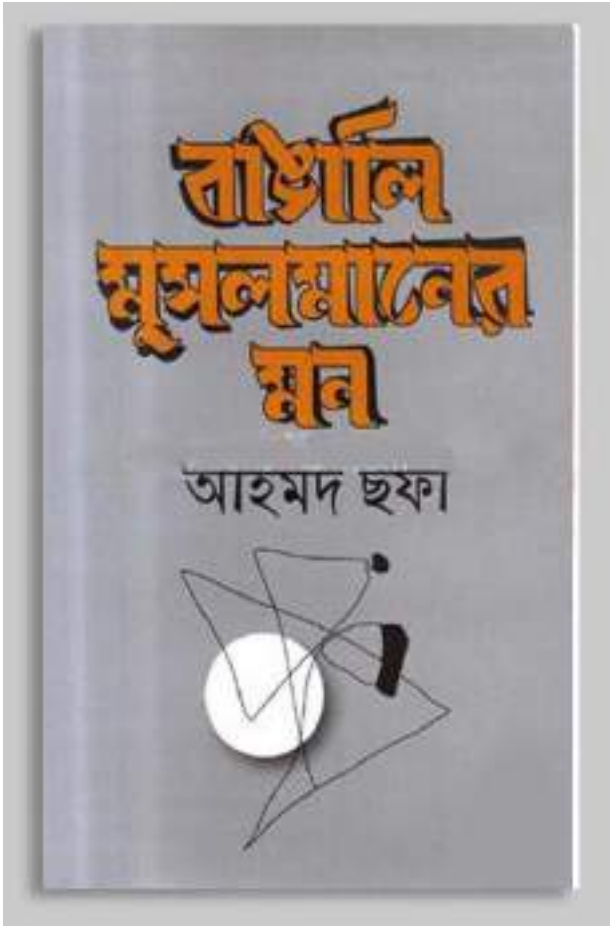

আহমদ শরীফ

- আহমদ শরীফ ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯)

যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪)

বিচিত্র চিন্তা (১৯৮৬)

বিশ শতকের বাঙালী (১৯৯৮)

আহমদ শরীফ সম্পাদিত গ্রন্থ

১) বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান

২) লাইলী মজনু (১৯৫৭)

৩) মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা (১৯৬১)

৪) মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১)

৫) মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ (১৯৬২)

৬) বাউলতত্ত্ব

৭) রসুল বিজয় (১৯৬৪)

৮) কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত চন্দ্রাবতী (১৯৬৭)

৯) আলাওল রচিত : সিকান্দার নামা

১০) সৈয়দ সুলতান বিরচিত : নবীবংশ

১১) সৈয়দ সুলতান বিরচিত : রসুল চরিত

১২) একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় ।

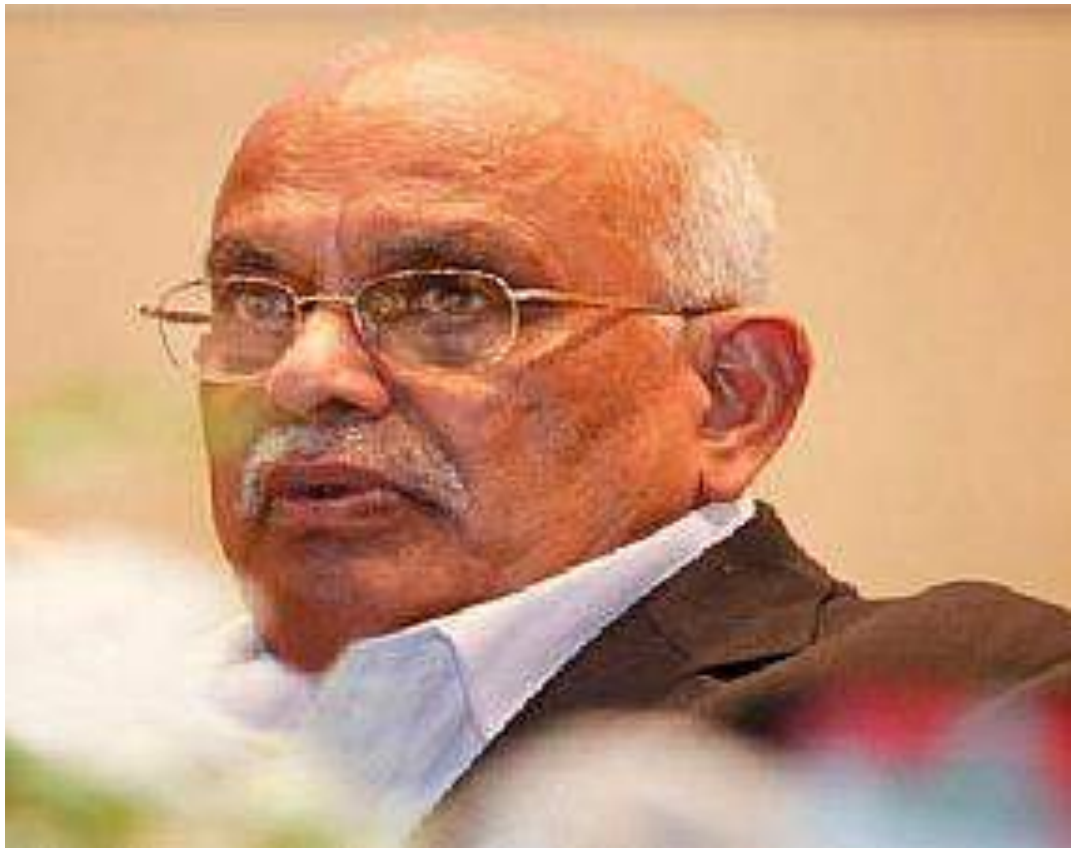

আবদুল গাফফার চৌধুরী

জন্ম : ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪; উলানিয়া, বরিশাল

মৃত্যু: ১৯মে, ২০২২

পলাশী থেকে ধানমণ্ডি

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের ওপর গাফফার চৌধুরী একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন, ‘পলাশী থেকে ধানমণ্ডি’।

- বঙ্গবন্ধুর ওপরেই আরেকটি চলচ্চিত্র, ‘দ্য পোয়েট অব পলিটিকস’ প্রযোজনা করছেন তিনি। এছাড়া তিনি প্রায় ৩৫টি বই লিখেছেন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী (উপন্যাস)

১) চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০ প্রথম উপন্যাস)

২) নাম না জানা ভোর (১৯৬২)

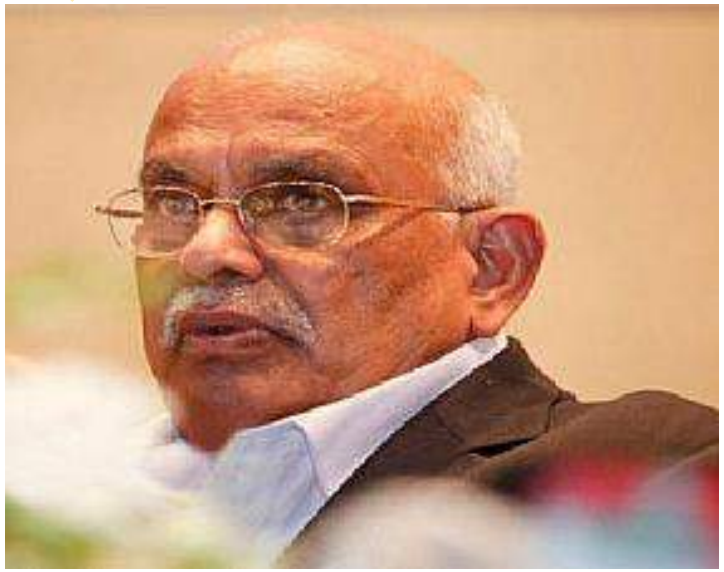

আবদুল গাফফার চৌধুরী

(গল্পগ্রন্থ)

১) কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯,প্রথম)

২) সম্রাটের ছবি (১৯৫৯)

৩) সুন্দর হে সুন্দর

আবদুল গাফফার চৌধুরী

- অমর কীর্তি : “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি” গানটি।
- এর প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ,
- বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ ।